যুগান্তর

তারিখ 23 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

শেকৃবিতে দেবাশীষ বাহিনীর বেপরোয়া চাঁদাবাজি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বেপরোয়া চাঁদাবাজি করছে শেরেবাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ দাশ ও তার বাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবাশীষের ছাত্রত্ব নেই। এক বছর আগে মাস্টার্স পাস করার পর শুধু ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে অবৈধভাবে হলে থাকছে সে। প্রতি মাসে চাঁদাবাজি থেকে এই ছাত্রলীগ নেতার আয় কয়েক লাখ টাকা। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে কখনও প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি আবার কখনও অভিনব কৌশলে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও শিক্ষার্থীদের টাকা লুট করে নেয় দেবাশীষ বাহিনী। কেউ

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

শেকৃবিতে চাঁদাবাজির মূল হোতা দেবাশীষ ও তার বাহিনী যুগান্তর

শেকৃবিতে দেবাশীষ বাহিনীর বেপরোয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাদের লুটপাটের প্রতিবাদ করলেই তার ওপর চলে নির্যাতনের খড়্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও যেন তাদের কাছে অসহায়। শেকৃবির ছাত্ররা জানান, দেবাশীষ ছাত্রলীগের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর গত তিন বছরে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলেছে দেবাশীষ ও তার ক্যাডার বাহিনী। তারা সবাই এখন কোটিপতি। অতি সাধারণ ছাত্র থেকে তারা রাতারাতি হয়ে উঠেছেন ক্যাম্পাসের সমালোচিত চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আগারগাঁওয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ও দাপট বজায় রাখতে নিয়মিত মোটরসাইকেল মহড়া দেয় তারা। যাদের ক'দিন আগেও লোকাল বাসে চড়ার টাকা ছিল না, তারা এখন বিলাসবহুল দামি মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মূলত মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজিই তাদের এ অবৈধ আয়ের মূল উৎস। দেবাশীষ বাহিনীর কাছে সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই শুধু নয়, পাশের হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, পশু হাসপাতাল ও আশপাশের এলাকার ডাক্তার এবং সাধারণ বাসিন্দারাও এক রকম জিম্মি হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি তারা হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের দু'জন সিনিয়র কর্মকর্তা ও কয়েকজন চিকিৎসককেও মারধর করে। শেকৃবির ছাত্রদের অভিযোগ, ছাত্রলীগ ক্যাডার দেবাশীষ বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানের নাম করে, কখনও দলের কোনো নেতাকর্মীর অসুস্থতার অজুহাতে সাধারণ শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, দেবাশীষ বাহিনীর কাছে ভিসি শাদাত উল্লারও হাত-পা বাঁধা। পাতি নেতারা নিজেদের ব্যানার-ফেস্টুন তৈরির টাকাও ভিসির কাছ থেকে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে নেন। সাধারণ ছাত্ররা জানান, সম্প্রতি দেবাশীষ বাহিনীর ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর জাল করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এ খবর যুগান্তরে প্রকাশিত হওয়ায় তোলপাড় শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র জানায়, শেকৃবির কবি নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগ সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বাবুকে অসুস্থ সাজিয়ে তার চিকিৎসার নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাহায্য চেয়ে ভিসি বরাবর লিখিত দরখাস্ত করা হয়। আবেদনকারীর নামে শেকৃবির নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় (তৃতীয় বর্ষের), বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আনিচুর রহমান জনি (মাস্টার্স), বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি মো. শামীম আহমেদ (মাস্টার্স) ও তাদের অনুসারী ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোল্লা আল মামুনের নাম রয়েছে। ৩০ মে করা ওই দরখাস্তে জাহিদুল ইসলাম বাবু সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। তার চিকিৎসায় অনেক টাকার প্রয়োজন তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী তাদের বৃত্তির টাকা থেকে ২০০ টাকা করে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। টাকা দিতে আগ্রহী সব শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণী ও গণস্বাক্ষর সংবলিত দরখাস্ত দেখে ভিসি ওইদিনই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ভিসি স্বাক্ষরগুলো যাচাই করার জন্য একাডেমিক শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুকের কাছে পাঠান। পরে দেখা যায় স্বাক্ষরগুলো ভুয়া। এসব ভুয়া স্বাক্ষরে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৮০০ টাকা পরিশোধের আবেদন করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে দেবাশীষের নেতৃত্বে শেকৃবির ছাত্রলীগ কর্মীরা বাণিজ্যমেলায় বেপরোয়া চাঁদাবাজি করে। তারা এক পর্যায়ে মেলার গেটের ইজারাদার মীর ব্রাদার্সের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পুলিশের সামনেই মেলার টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেয়। চাঁদা না দেয়ায় 'ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মেলা দেখা ফ্রি' ঘোষণা দিয়ে গণহারে লোকজনকে প্রবেশ করায়। এ সময় তারা যার কাছ যা পেরেছে আদায় করে নেয়। গেট ইজারাদার মীর ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মো. শহিদুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, শেকৃবির ছাত্রলীগ নেতাদের হাতে হয়রানির শিকার হওয়া নতুন নয়। দেবাশীষ ও তার বাহিনী গত মেলাতেও ব্যাপক ঝামেলা তৈরি করে। এর আগেও তারা একইভাবে ঝামেলা তৈরি করেছিল। প্রতি মৌসুমে তাদের কারণে লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। তার ওপর দিতে হয় চাঁদা। গত মেলাতেও মাত্র একদিনেই তার ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা।

অপর একজন কর্মকর্তা বলেন, দেবাশীষের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা মেলায় প্রবেশ করে যৌন নির্যাতন, লোকজনকে হয়রানি ও ডিসকাউন্টের কথা বলে বিভিন্ন জিনিস লুট করে নেয়ার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু কেউ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। শেকৃবির সিরাজউদ্দৌলা হলের পাশে কিছু টং দোকান। এসব দোকান থেকে প্রতিদিন সিগারেট নিয়ে যায় দেবাশীষ ও তার ক্যাডার বাহিনী। এছাড়া প্রতিদিন ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয় তাদের। মুন্নু মিয়া নামে এক দোকানি জানান, এক প্যাকেট সিগারেটের দাম প্রায় ২৫০ টাকা। দেবাশীষ ও তার লোকজন এসেই নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যায়। দাম চাইলে বলে জানিস আমি কে? তারা ভয়ে কোনো কথা বলেন না। কথা বললেই মারধরের শিকার হতে হয়। শেকৃবির পশ্চিম পাশেও ফুটপাথের কয়েকজন দোকানি দেবাশীষ বাহিনীর চাঁদাবাজির অভিযোগ করেন। এসব বিষয়ে দেবাশীষ দাশ বলেন, সংগঠন চালালে অনেক খরচ। অনেকজনকে ম্যানেজ করতে হয়। ছাত্রলীগের মহানগর ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে মোটা অংকের টাকা দিতে হয়। থানা পুলিশ ও র‍্যাবকে দিতে হয়। এসব টাকা বিভিন্ন খাত থেকে আদায় করেন তারা। এটা আগেও ছাত্রলীগ নেতারা করেছে। কখনও চাঁদাবাজির প্রসঙ্গ আসেনি। তার ক্ষেত্রে চাঁদাবাজির অভিযোগ আসবে কেন?